নাটক- সিরাজউদ্দৌলা

২য় অঙ্ক, ১ম দৃশ্য

স্থান: নবাবের দরবার (মুর্শিদাবাদ)। নবাব সিরাজউদ্দৌলা অমাত্যবর্গের সামনে ইংরেজদের অত্যাচারের কিছু চিত্র তুলে ধরলেন। ওয়াটসের কাছে কৈফিয়ত চাইলেন। আলিনগরের সন্ধির শর্তভঙ্গ করে চন্দননগর আক্রমন করার জন্য ওয়াটস ও ক্লাইভকে দায়ী করলেন। তাছাড়া নবাব ইঙ্গি করলেন, ষড়যন্ত্রের জাল চতুর্দিকে ছড়ানো। তবুও তিনি দেশের স্বার্থে অমাত্যবর্গের সহায়তা চাইলেন এবং তাদেরকে ধর্মগ্রন্থ/ ঈশ্বরকে সাক্ষী রেখে প্রতিজ্ঞা করালেন।

২য় দৃশ্য

স্থান: মিরজাফরের বাড়ি (নেমকহারাম দেউর, মুর্শিদাবাদ)। এখানে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ গোপন বৈঠকে বসেছেন। জগৎশেঠ, জানালেন, নবাব সিরাজউদ্দৌলা রাজা মানিকচাঁদকে কলকাতার সোনাদানা লুণ্ঠনের অভিযোগে বন্দি করেছেন। (কলকাতার গভর্নর)। অবশেষে রায়দুর্লভদের পরামর্শে দশ লক্ষ টাকা জরিমানা দিয়ে মানিকচাঁদ মুক্তি পেয়েছেন। নন্দকুমার (চন্দননগর) এর অদৃষ্টেও অনুরূপ বিপদ ঘনিয়ে এসেছে। অন্যদেরকেও (মিরজাফর, জগৎশেঠ, রাজবল্লভ প্রমুখ) নবাব সিরাজউদ্দৌলা সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখছেন। এ মহাবিপদ থেকে আশু মুক্তির উপায় কী? ততক্ষনে উমিঁচাদের গুপ্তচর (রাইসুল জুহালা) চিঠি নিয়ে এল। তাতে জানা গেল, ক্লাইভের দাবি মোটা অঙ্কের(কমপক্ষে দু-কোটি) টাকা। টাকার প্রতিশ্রুতি পেলেই তিনি (কর্নেল ক্লাইভ) মিরজাফরের পক্ষ নেবেন।

৩য় দৃশ্য

স্থান: মিরনের বাড়ি (মুর্শিদাবাদ) এখানে নাচ-গান ও গোপন বৈঠকের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মিরজাফর নবাব হবার স্বপ্নে বিভোর। দুদিন পর মিরন হবেন শাহজাদা। ছদ্মবেশে এসে রায়দুর্লভ প্রধান সেনাপতির পদ চাইলেন। কিছুক্ষন পর রমণীর ছদ্মবেশধারী ওয়াটস ও ক্লাইভ- এরা এসে হাজির হলেন এবং দুটি দলিলে স্বাক্ষর (মিরজাফর, রাজা রাজবল্লভ, জগৎশেঠ) নিয়ে ফিরে গেলেন। অতঃপর সেনাপতি মোহনলালে এসে প্রবেশ করলেন। কিন্তু ততক্ষণে রায়দুর্লভ, ওয়াটস ও ক্লাইভ- এসব কুচক্রী মিরনের বাসগৃহ ত্যাগ করেছেন। মোহনলাল গুপ্তচরের মাধ্যমে সংবাদ পেয়েও অকুস্থলে এসে এদের কাউকে পেলেন না এবং অনেকটা বিক্ষুদ্ধ হয়ে ফিরে গেলেন।